দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 27 NOV 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে দুই পক্ষই সোচ্চার ॥ ভর্তি বন্ধে কর্মসূচি

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা বাতিল নিয়ে পক্ষ-বিপক্ষ দুই গ্রুপই সোচ্চার হয়ে উঠেছে। গত শনিবা স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (মেডিক্যাল এডুকেশন) অধ্যাপক ডাঃ খন্দকার সিফায়েত উল্লা 'ইত্তেফাককে' বলেন, পরীক্ষা অনুষ্ঠানের পর পর ছাত্র-ছাত্রীরা বলে, পরীক্ষা খুব ভাল হয়েছে। এবং তা কোন ধরনের অভিযোগ করেনি। পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার পর অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীরা অভিযোগ ক যে, এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। এই অভিযোগ কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয় ব পরিচালক মন্তব্য করেন। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে, এমবিবিএস ভ পরীক্ষায় সংঘটিত অনিয়ম ও দুর্নীতিবাজদের বিচার করতে হবে। ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল বাতিলের দা করা হয়। ভর্তি পরীক্ষায় দুর্নীতির বিচার ও ফলাফল বাতিলের দাবিতে শিক্ষার্থীদের লাগাতার আন্দোলনে শনিবার ৪র্থ দিন অতিবাহিত হয়। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের কর্মসূচির সঙ্গে ঢাক বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনেক শিক্ষার্থী সংহতি প্রকাশ করেন।

পোস্ট গ্রাজুয়েট ডক্টরস এসোসিয়েশনের জরুরি সভায় নেতৃবৃন্দ সরকারি মেডিক্যাল কলেজসমূহে এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা (১৪শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

এমবিবিএস ভর্তি

(তৃতীয় পৃঃ পর)

প্রকাশ করেছেন। তারা বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস কুচক্রী মহলের কু-কর্ম। নেতৃবৃন্দ প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। সংগঠনের সহ-সভাপতি ডাঃ তারেক পারভেজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন মহাসচিব ডাঃ রাকিবুল ইসলাম লিটু, ডাঃ মাহবুবুর রহমান, ডাঃ এমএ সামাদ প্রমুখ। অভিভাবক পরিষদ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট ও ছাত্র ইউনিয়ন পৃথক পৃথক বিবৃতিতে এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল বাতিল ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের পক্ষে শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের আগে উত্তীর্ণ হওয়ার আশায় নিশ্চুপ থেকে ফল প্রকাশের পর উত্তীর্ণ হতে না পেরে যোগ্যতমের অধিকারকে অবজ্ঞা প্রদর্শন শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। পরীক্ষার হল থেকে বের হয়ে কোন প্রতিবাদ করেনি, হলের ভিতর কোন পরীক্ষার্থী প্রতিবাদ করেনি। প্রতিবাদ করেছেন ফলাফল প্রকাশের পর। ভর্তি কার্যক্রমে কোন ধরনের বাধা আরোপ করা হলে তারা প্রতিহত করার অধিকার রাখে। তারা অপচেষ্টার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করে।

বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন মহাসচিব ডাঃ এজেডএম জাহিদ হোসেন এক বিবৃতিতে বলেছেন, ফলাফলে যারা উত্তীর্ণ হয়েছে, তারাই খুশি হয়েছেন এবং যারা অকৃতকার্য হয়েছে, তারা কেউ কেউ ক্ষুব্ধ ও দুঃখ পেয়েছে। এমবিবিএস পরীক্ষার ও এর ফলাফল নিয়ে শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ জনমনে সন্দেহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। এর নিরসন হওয়া প্রয়োজন বলে